মা দূর্গা এবার আসছেন অষ্ট্রেলিয়া

আশীষ বাবলু

পূজোর আগে শুধু আমাদের এখানেই সাজো সাজো রব ওঠে তা কিন্তু নয় । যেখানে মাদূর্গা থাকেন অর্থাৎ স্বর্গে, সেখানেও তা'র সংসারে একই অবস্থা । সংসার খানাতো খুব একটা ছোট নয় । দুটো মেয়ে, লক্ষী আর সরস্বতী, দুটো ছেলে কার্তিক আর গনেশ । হেড অফ দ্যা ফ্যামিলি শিব আর তা'র স্ত্রী পার্বতী যাকে আমরা বলি দূর্গা । কাজের ছেলে শক্ত সামর্থ অসুর এবং গৃহপালিত পশু-পাখীর সংখ্যাও কম নয়! হাঁস, ময়ুর, ইদুর, ষাড়, সিংহ আর বেশ কয়েকখানা সাপ ।

এদের সবাইকে নিয়ে বছরে একবার বাংলায় বাপের বাড়ী আসা চাট্টিখানি কথা নয় । এই হলিডেটুকুর জন্য ছেলে মেয়ে গুলো সারা বছর অপেক্ষায় থাকে । সেদিন কার্তিকের বাবাই শরীরের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে প্রস্তাবটা রাখলো । 'পৃথিবীতে যখন যাচ্ছো এবার নাহয় অষ্ট্রেলিয়াটা ঘুড়ে এসো' । মেয়ে সরস্বতী সেতো সেই অপেক্ষায়ই ছিল,- 'বাবা খুব ভাল কথা বলেছ, সেখানে হলিডেও হবে, আমার কিছু অফিসিয়াল কাজও হবে । প্রচুর স্টুডেন্ট যাচ্ছে এখন সে দেশে, ওরা কেমন আছে একটু নিজের চোখে দেখে আসতে চাই ।' কার্তিক পাশেই ছিল, সে ঘাড় কাত করে বলল,- ' আমিতো এমনিতেই ঠিক করেছিলাম এবার মায়ের সাথে মামা বাড়ি যাবনা । কি নোংরারে বাবা! গতবার কি হয়েছিল মনে নেই ? গনেশের হাপির টান আর আমার ডিসেন্ট্রি, যা খাচ্ছিলাম তাই লিকুইড হয়ে বেড়িয়ে যাচ্ছিল । আর গনেশের স্বাস নিতে কি কষ্ট ! এমনিতেই বেচারার নাকে একটা মাত্র ফুঁটো !'

স্বর্গের সব দেবদেবীরাই অপেক্ষায় থাকে কখন একটু পৃথিবীতে বেড়াতে যাবে । সেখানে একটু আদর যত্ন আর মানুষের ভালবাসা পাবে । মানুষের ভালবাসা পেতে সব দেবদেবীরই মন কাঁদে । ইদানিং একটা চিন্তার ব্যাপার হচ্ছে পৃথিবিতে সাধু, সন্যাসী, ফকীর, মহারাজ, বাবাজীরা জমজমাট আসর বসিয়েছে । দেবতাদের ফেলে তাদের নিয়েই মানুষেরা আজকাল ভক্তিতে গদ গদ । দেবদেবীদের প্রসাদে দেওয়া হচ্ছে শশা, বাতাসা, কলা । আর বাবাজীদের ভোগ দেওয়া হচ্ছে ফ্রাইড রাইস, নবরত্ন কোর্মা, আলু টিকিয়া । খুবই চিন্তার কথা । সেদিন স্বর্গে একটা জরুরী মিটিং ডাকা হয়েছিল, পৃথিবীতে দেবদেবীদের পাব্লিসিটি ঠিকমতো হচ্ছেনা । গনেশই প্রস্তাব রাখল যে প্রত্যেক দেবদেবীর নামে একটা ফেসবুক একাউন্ট করা দরকার । কয়েকজন ভাল দেখে ইভেন্ট ম্যানেজার নিয়োগ করতে হবে । আমার ছেলে বলে বলছিনা, গনেশটার মাথায় বৈষয়িক বুদ্ধির জবাব নেই ।

স্বর্গে শুধু বসে থেকে থেকে প্রত্যেক দেবদেবীর শরীরে আর্থরাইটিস্, বাতের ব্যাথা, কোমরের ব্যাথা মহামারির আকার ধারন করেছে। হবেনা কেন ? স্বর্গে দুঃখ নেই, দুর্দশা নেই, দুশ্চিন্তা নেই, অনিশ্চয়তা নেই, মিথ্যা নেই, মৃত্যু নেই। কারো চাকুরী হারাবার ভয় নেই, ইনভেষ্টমেন্ট প্রপার্টি নেই, ইনকামট্যাক্স নেই, এমনকি স্বর্গের বাগানে আগাছাও নেই। যা আছে তা হচ্ছে শুধু অবসর আর অবসর। খুব বেশী অবসর থাকলে কী হয় ? গসিপ্, পরনিন্দা, পরচর্চা।

সত্যিকথা বলতেকি তাই হচ্ছে এখন স্বর্গে। কার্তিক এখনো বিয়ে করেনি কেন ? সে এখন ইন্দ্রের মেয়ে দেবসেনার সাথে লিভ-টুগেদার করছে কার্তিকের মা কি দেখেনা ? না আমি দেখিনা, দেখতে চাইওনা। ছেলে বড় হয়েছে, ওর পার্সনাল ব্যাপারে আমি নাক গলাতে চাইনা। সরস্বতী হিন্দি গান গায় কেন ? ওর ক্ষমতা আজে গাইছে। তোমার শুনতে ইচ্ছে না করলে কান বন্ধ করে রাখো।

স্বর্গে চারজন দেবতাদের একটু স্পেশাল পজিসন্ । ব্রহ্মা, বিষ্নু, কার্তিকের বাবা শিব, আর গনেশ। ওদের মধ্যে তা'নিয়েও কত হিংশা। একই ফ্যামিলিতে দুইজন স্পেসাল পজিশন পায় কি করে ? আমি কত করে বলি, গনেশের পজিশন অনেকটা অষ্ট্রেলিয়ার গভর্নরের মত। ফার্ষ্ট অ্যামং ইকুয়াল। লিষ্টে উপড়ে রয়েছে মাত্র, তবে কাজ হচ্ছে ফিঁতে কাটা। আর কার্তিকের বাবা শিব, উনিতো মিনিষ্টার উইদ্যাউট পোর্টফোলিও। ওদের নিয়ে এত আলোচনা কেন ?

এইতো কার্তিকের বাবা মাদুর বিছিয়ে ভোস ভোস করে নাঁক ডেকে ঘুমাচ্ছেন। আমার আত্মভোলা সদানন্দ স্বামী। বিশ্বব্রম্মান্ডের কিছুতেই খেয়াল নেই। এই মুখখানার দিকে তাকিয়ে কী কেউ রাগ করতে পারে ? সারা মাথায় জট, কিছুতেই চুল আচড়াবেননা । জটওয়ালা মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে পার্বতীর কত কথাই যে মনে পড়ছে। আমিতো রাজকন্যা ছিলাম অথচ এই উদাসী ভবঘুরে মানুষটাকে মন দিয়ে বসলাম। আর্থিক কষ্ট এই সংসারে লেগেই আছে। এতবড় দেবতা হয়েও ভিখারী। কোনো কিছুতেই খেয়াল নেই। তার বাহনটা একটা বুড়ো ষাড়, পেছনের বাড়ান্দায় দাড়িয়ে দাড়িয়ে শুধু ঝিমোয়। তবু বলতে দ্বিধা নেই, এ সংসারে এসে আমি এতটুকু অখুসী নই। এতগুলো বছর ধরে সংসার করছি, একটি বারের জন্যও মানুষটা আমাকে উচু গলায় একটা কথা বলেনি। পুরোনো দিনের কত কথা মনে পরে। প্রথম দেখার সেই দিনটা ! গলায় একটা সাপ জড়িয়ে নৃত্য করছিলেন। প্রথম ভাবলাম একটা পাগল, পরে নাচ থামিয়ে ঐ উদাসী নীল চোখে যখন আমার দিকে তাকালেন আমার যে কি হয়ে গেল। আজকালকার নোভেলে যাকে বলে প্রথম দেখায় প্রেম।

আমার মা যাকে সবাই মেনকা বলে জানে, সে ওকে দেখে আমাকে বলেছিলেন যদি তুমি এই ছেলকে বিয়ে কর তবে তোমাকে আমি গলাটিপে মেরে জলে ভাসাবো। আর আমার বাবা হিমালয় যেদিন ওকে প্রথম দেখলেন রেগে আগুন, বলেছিলেন, আমার মেয়ের দিকে তাকালে

ঘুসি মেরে তোমার লেংটি খুলে নেবো। সেই সব দিন কি দূর্যোগের দিনইনা ছিল। তবে বাবা আমাকে খুবই বেশী ভালবাসতেন। অনেক কান্নাকাটির পর বাবার রাগ একটু কমেছিল। একদিন বললেন যাও শিবুকে ভদ্রভাবে একদিন বাসায় আসতে বল, আমার কিছু প্রশ্ন করার আছে। এসেছিলেন সাবান দিয়ে স্নান করে, নতুন বাঘের ছাল পরে। ভাগ্যিস ওর সাথে এসেছিলেন ব্রহ্মা । পর্দার আরালে দাড়িয়ে শুনছিলাম বাবার শক্ত শক্ত প্রশ্ন।

- তা শিব বাবাজীর গোত্র কি ?

- জানিনা।

- কি করা হয় ?

- বেকার।

- গান বাজনা জানো ?

- গান জানিনা, তবে বাজনা বাজাতে জানি।

- কি বাজনা ?

- ডুগডুগি।

- বয়স কত ?

- আপনার মেয়ের চাইতে বছর কুড়ি বড়।

- ফিজিক্যাল ফিট্‌নেসের জন্য কিছু কর ?

- হ্যাঁ, ডান্স করি।

- কোনো খেলাধুলা ?

- পাশা খেলি।

- পড়াশুনা কতদূর ?

- ইস্‌কুলে যাওয়া হয়নি।

- মাথা গোজার ঘরদোর আছে ?

- না।

- বন্ধু বান্ধব ?

- নন্দী আর ভৃঙ্গী ।

- বাপ ঠাকুরদার পরিচয় কি ?

সব প্রশ্নের উত্তর চটপট দিচ্ছিলেন, কিন্তু এই প্রশ্নটা শুনে নীল মুখ লাল হয়ে গেল । পিতৃ পরিচয় থাকলেতো বলবে ? বাপ ঠাকুরদার নামতো আর বানিয়ে বলা যায়না ! ব্রহ্মাতো এতক্ষন চুপকরে ছিলেন, এবার মুখ খুললেন । তিনি বলে উঠলেন ওর প্রপিতামহের নাম 'বৈদকণ্ঠ', পিতামহের নাম 'উগ্রকণ্ঠ', পিতার নাম 'শ্রীকণ্ঠ', আর ওর ভাল নাম 'নীলকণ্ঠ' ।

এখনও সে কথা ভাবলে হাসি পায়, এমন নামে ওর সাত কূলেও কেউ ছিলনা । সবই কার্তিকের বাবার নিজের নাম ।

কোথা থেকে কার্তিক খবর নিয়েছে, অষ্ট্রেলিয়ার ভিসা পেতে অসুবিধা হবেনা । ভিসা ফর্মালিটিতে দুটো শর্ত জুড়ে দিয়েছে, গলাকাটা মহিষকে ডিসপ্লে করা যাবেনা, অ্যানিম্যাল রাইটস্এর লোকের হৈ চৈ করবে । আর ওসুরের জন্য একজন গ্যারেন্টার চাই, ওসুর স্বর্গে থাকলেও সেটাতো ওর আসল ঠিকানা নয় । ওর ফোরফাদার শ্রীলংকার লোক, ওদের ভয় ও রিফিউজি হয়ে থেকে যেতে পারে ।

ওদিকে ওসুর বাবাজীবনের অষ্ট্রেলিয়া যাবার ব্যাপারে খুবই উৎসাহ । সকাল বিকেল আয়নার সামনে দাড়িয়ে বাইসেফ, ট্রাইসেফ দেখছে । ওখানে সিক্সপ্যাকওয়ালাদের খুবই কদর । একটা ব্রেকফাষ্ট বিজ্ঞাপনের অফার নাকি পেয়েছে । এই বিজ্ঞাপনের কথা মনে হলে পার্বতীর খুব রাগ হয় । গতবছর কি বিশ্রি অভিজ্ঞতা হয়েছে ! কি করে বোঝাই আমরা হচ্ছি দেবদেবী, বিজ্ঞাপনের মডেল নই । আমার শাড়ি সাপ্লাই কোন দোকান করেছে । হেয়ার ষ্টাইল কোন পার্লার করেছে । লক্ষীর বাজুবন্ধটা দেখ! দূর্গার সীতাহারটা দেখ! দারুন । এটাও স্পনসর ! সরস্বতীর রং কোন ফেয়ারনেস ক্রিমে ফর্সা হয়েছে । লক্ষীর লালটুকটুকে ঠোট অমুক জর্দার কল্যানে । কার্তিকের পায়ে নাইকি । সবচাইতে খারাপ ওসুরের জাঙ্গিয়াতে লিখেছে, মজবুত উন্নতমানের ইলাস্টিক, ৪০% ছাড় । লজ্যা লজ্যা... ।

সবার অষ্ট্রেলিয়া যাবার উৎসাহ দেখে পার্বতীর বেশ ভালই লাগছিল । বাপের বাড়ীতো আর আগের মতো নেই, মানুষজন বদলে গেছে । দেবতাদের সমিহ করা দূরে থাক একটু সন্মানও দেখায় না । গনেশকে বলবে 'গোবর গনেশ' । কার্তিককে বলবে 'কেলো কার্তিক' । আমাকে বলবে 'উরন চন্ডী' । দর্জাল মহিলাদের এই নামে ডাকা হয় । ওদের কে বোঝাবে 'চন্ডী' কথাটাতো চন্ডাল থেকে আসেনি, চাঁদের জোৎস্না, সেই চন্দ্রিমা থেকে চন্ডীকা ।

কার্তিক তার অষ্ট্রেলিয়ার সোপিং লিষ্ট বানাচ্ছে। একটা আকুব্রা হ্যাট কিনবে আর ল্যাম্ব উলের সোয়েটার। আমি বুঝিনা সোয়েটারটা দিয়ে কি করবে ? স্বর্গেতো চির বসন্ত, গরম জামা কখন গায়ে দেবে! মেয়ে লক্ষী ঠিক করেছে অষ্ট্রেলিয়ান প্লাসটিক সারজন্ দিয়ে ঠোটটাকে প্রিয়াঙ্কা চোপরার মত লিফ্ট করাবে। আর চোখটাকে যদি এ্যাডজাষ্ট করা যায়। লক্ষীট্যারা এই অপবাদটা আর কতদিন সইবে!

কোথাথেকে গনেশ ছুটে এসে পার্বতীর গলা জড়িয়ে ফিসফিস করে বলল 'মা শুনে এলাম অষ্ট্রলিয়ায় পাড়ায় পাড়ায় বিয়ার বিক্রি হয়। জুয়া খেলা ওদের ন্যাশনাল স্পোর্টর্স । দেশের জনসংখার চাইতে বেশী পোকার মেশিন। আর সেখানকার মানুষেরা বাবার মত খালি গায়ে থাকতে ভালবাসে। সেখানে সবই বাবার পছন্দের জিনিস। বাবা গেলে কাছা খুলে নৃত্য করবে।'

শিব শুয়ে থাকলেও ঘুমোচ্ছিলেন না, পুত্রের ঐ কথা শুনে লাফদিয়ে উঠে গনেশের একটা কান ধরলেন, 'কি বলছিলি বাবার পছন্দের জিনিস, বাবা কাছাখুলে নৃত্য করবে ? বাবাকে কখনো দেখেছিস ধুতি পরতে, যে কাছা খুল নৃত্য করব্রে ?' বাবার হাত থেকে কান বাঁচিয়ে গনেশ ছুটে পালালো।

এবার শিবের কানের কাছে মুখ এনে পার্বতী বলল, 'এই, চলনা আমার সাথে, এবারতো আমার বাপের বাড়ী যাচ্ছিনা, যাচিছ অষ্ট্রেলিয়া। তোমাকে ছেড়ে একা একা কোথায়ও একদম ভাল লাগেনা। সব সময় মনটা খালি খালি লাগে।' পার্বতীকে কাছে টেনে শিব বললেন, ' স্বর্গেতো এমনিতেই আমার বদনাম আমি স্ত্রীর আচলে আচলে থাকি। তুমিকি চাও পৃথিবীর মানুষেরাও আমাকে সেই অপবাদ দিক।'

এই কথার পর আর কিছুকি বলার থাকে ?

ashisbablu13@yahoo.com.au